যায়যায়দিন

তারিখ 27 OCT 2007 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বন্ধ ১৩টি বেসরকারি মেডিকাল কলেজের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতি পাচ্ছে ৫টি

কামরুন নাহার মুন্না

এর আগে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল ১৩টি বেসরকারি মেডিকাল কলেজ। সেগুলোর মধ্যে সরকার পাচটি কলেজকে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতি দিতে যাচ্ছে। এ পাচটি মেডিকাল কলেজ সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম নীতিমালা পূরণ করেছে বলে এগুলোর প্রথম বর্ষে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। কলেজগুলো হলো রায়ের বাজার জয়নাল শিকদার মহিলা মেডিকাল কলেজ, উত্তরার মওলানা ভাসানী মেডিকাল কলেজ, টঙ্গীর তায়রুন্নেসা মেমোরিয়াল মেডিকাল কলেজ, ইন্টারন্যাশনাল মেডিকাল কলেজ এবং গুলশানের শাহাবুদ্দীন মেডিকাল কলেজ। চলতি শিক্ষাবর্ষে (২০০৭-০৮) কলেজগুলো এ সুযোগ পাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মেডিকাল শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ডা. মোঃ সিফায়েত উল্লাহ যায়যায়দিনকে জানান, নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর বন্ধ হয়ে যাওয়া ১৩টি বেসরকারি মেডিকাল কলেজের মধ্যে আপাতত পাচটিকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি কার্যক্রম শুরুর অনুমতি দেয়া হচ্ছে। চলতি সেশনে কলেজগুলো ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে পারবে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, সরকারি নীতিমালা অনুসরণ না করে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো ও অব্যবস্থাপনার মধ্যে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অভিযোগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত ১০ মে এ পাচটি বেসরকারি মেডিকাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে সাময়িকভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি স্থগিত রাখার নির্দেশ জারি করেছিল। এছাড়া একই অভিযোগে পরে ১২ জুন আরো আটটি মেডিকাল কলেজকেও সাময়িকভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এ আটটি কলেজের মধ্যে রয়েছে উত্তরার ইস্ট-ওয়েস্ট মেডিকাল কলেজ, কল্যাণপুরের ইবনে সিনা মেডিকাল কলেজ, ধানমন্ডির নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকাল কলেজ, আশুলিয়ার নাইটিঙ্গেল মেডিকাল কলেজ, কুমিল্লার সেন্ট্রাল মেডিকাল কলেজ ও ইস্টার্ন মেডিকাল কলেজ এবং সিরাজগঞ্জের খাজা ইউনুস আলী মেডিকাল কলেজ ও নর্থ বেঙ্গল মেডিকাল কলেজ।

বাংলাদেশ মেডিকাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি বেসরকারি মেডিকাল কলেজে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাবে এবং কলেজ কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ এমবিবিএস কোর্স চালুর আগে ২৫০ শয্যার একটি পূর্ণাঙ্গ হসপিটাল কার্যক্রম চালু থাকতে হবে। হসপিটালে দরিদ্র জনগণের জন্য বিনা ভাড়ায় কমপক্ষে পাচ শতাংশ বেড সংরক্ষিত রাখতে হবে। নীতিমালা অনুযায়ী, এখানে প্রতি ১০ জন ছাত্রের বিপরীতে কমপক্ষে একজন করে শিক্ষক থাকতে হবে। কোনো মেডিকাল কলেজ ভাড়া বাড়িতে হতে পারবে না। ঢাকায় হলে আড়াই একর এবং ঢাকার বাইরে হলে প্রত্যেক কলেজের জন্য পাচ একরের বেশি স্থাপনা থাকতে হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষক পাচ অনুপাত একের বেশি হতে পারবে না।

বন্ধ হয়ে যাওয়া ১৩টি মেডিকাল কলেজ এসব শর্ত পূরণ করছে না– এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ বছরের এপ্রিলে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের মেডিকাল শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ডা. মোঃ সিফায়েত উল্লাহর নেতৃত্বে অন্য দুই সদস্য হলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আলেয়া আক্তার ও অধিদফতরের সহকারী পরিচালক ডা. মোঃ বদিউর রহমান। এ কমিটি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে মেডিকাল কলেজগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তদন্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে ১৩টি বেসরকারি মেডিকাল কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়।

প্রফেসর সিফায়েত উল্লাহ বলেন, তদন্ত কমিটি খুটিনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেই পাচটি কলেজকে আবার ভর্তি কার্যক্রম শুরুর সুপারিশ করেছে। তিনি বলেন, যারা বেসরকারি মেডিকাল কলেজ পরিচালনার নীতিমালা ন্যূনতম পূরণ করবে তারা ছাত্রছাত্রী ভর্তি কার্যক্রমের অনুমতি পাবে। মেডিকাল শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের কোনো ধরনের আপস নেই বলে তিনি জানান। তদন্ত কমিটি এ পাচটি মেডিকাল কলেজে গিয়ে হসপিটাল, ল্যাবরেটরি, পর্যাপ্ত শিক্ষক ও রোগী দেখতে পেয়েছে বলে জানান। নীতিমালার আলোকে কলেজগুলো নতুন শিক্ষক ও রোগীদের সেবা দেয়ার ব্যাপারেও তৎপরতা বাড়িয়েছে বলে জানান তদন্ত কমিটির একজন সদস্য।

দেশে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারি মেডিকাল কলেজ ৩২টি ও আটটি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। এসব বেসরকারি কলেজে ছাত্রছাত্রীরা লাখ লাখ টাকা খরচ করে ভর্তি হয়। লেখাপড়ার উপকরণ ও উপযুক্ত শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিতের জন্য সরকার কঠোর হাতে বেসরকারি মেডিকাল কলেজগুলো পর্যবেক্ষণ করছে।

বিদ্যাপীঠ

পাচটি মেডিকাল কলেজ সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম নীতিমালা পূরণ করেছে বলে এগুলোতে প্রথম বর্ষে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে